শামলাপুরে আথর্সামাজিক পুনর্জাগরণ প্রকল্প
একটি স্থানীয় অর্থনীতির উন্নয়নে রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশীদের মাঝে একত্রীকরণ

পটভূমি ও আত্মপক্ষ সমর্থন

স্থানীয় ২২, ৯০, ০০০ জনগণের সাথে ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে মায়ানমারে ঘটে যাওয়া অন্তপ্রবাহে ৬,৫৫,৫০০ রোহিঙ্গাদের কারনে কক্সবাজার এখন বাংলাদেশের সবচেয়ে একটি নাজুক জেলা। অপুষ্টি, স্বাস্থ্য এবং অপর্যাপ্ত খাবারের কারণে এই জেলার অর্থনীতির নিম্নগতির মানদণ্ড বাংলাদেশের অন্য জেলার তুলনায় জাতীয় গড়পরতাকে হার মানিয়েছে।

"জে, আরপি; রোহিঙ্গা হিউমেন্টেরিয়ান ক্রাইসিস অফ মার্চ/ডিসেম্বর ২০১৮" এর মতে, দ্রুতসময়ে শরনার্থী বৃদ্ধি পাওয়াতে কক্সবাজার জেলার দক্ষিণদিকের জনগণের উপরে মারাত্মক প্রভাব পড়েছে। বিশেষ করে বাজার ব্যবস্থা, শ্রম প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বনশূন্যতা আর মুদ্রাস্ফীতি।

অন্যদিকে এই রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশী এবং রোহিঙ্গা শরণার্থী একই বাজারের গ্রাহক। তাছাড়া এই নতুন অন্তঃপ্রবাহে বালুখালী ও কুতুপালংক ক্যাম্পের আশেপাশে তাদের ব্যবসায়ীক বিনিয়োগ বাড়ানোর নিমিত্তে অনেকগুলো ছোট এবং মাঝারী ধরণের ব্যবসায়ীর জন্ম হয়েছে । যাই হোক এই ঘন জনসংখ্যার কারণে শরণার্থীদের চাহিদাসমূহ মেটানো যাচ্ছে না, ফলে পরিবেশের উপর মারাত্মক প্রভাব পড়ছে। বিশেষ করে বনশূন্যতা, পানির উৎস নিশৃত হওয়া এবং রাস্তায় যানজট।

তাই বর্তমানে স্থানীয় জনগণ এবং শরণার্থী উভয়ের সাহায্যে প্রয়োজন একটি বিকল্প আর্থসামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়নের একটি মডেল, উভয় জনসংখ্যাকে উপকৃত করতে পারে এরুপ নকশা তৈরি করা আর পরীক্ষা করা খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

বিশেষ পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তার সম্ভাবনা যাচাই এবং অর্থনীতির উন্নয়ন এর জন্যে কক্সবাজার জেলায় যা যা প্রয়োজন তার উপর সমীক্ষাকরা।

বর্তমান তথ্য অনুযায়ী, শামলাপুরে এরকম অনেক প্রকল্প করা যেতে পারে। সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে বেশি পাওয়া নির্ভরযোগ্য তথ্য অনুযায়ী '' জে, আর পি ফর রোহিঙ্গা হিউমেন্টেরিয়ান ক্রাইসিস মার্চ/ডিসেম্বর ২০১৭'' রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, টেকনাফ উপজেলার শামলাপুর গ্রামে বর্তমানে প্রায় ৯৯০০ রোহিঙ্গা শরণার্থীর বসবাস। আর মৎস এবং কৃষির উপর নির্ভরশীল এই গ্রামে প্রায় ৩০ হাজার লোকের বসবাস। রোহিঙ্গা জনগণ শামলাপুরে অস্থায়ী একটি ক্যাম্পে থাকেন এবং মাঝে মাঝে (অবৈধ এবং সাময়ীক) কাজকর্ম পেয়ে থাকেন। 'এক্সচেঞ্জ ফাউন্ডেশন এর স্নেপশট' জরিপ অনুযায়ী প্রতি ৫ জন রোহিঙ্গাদের ২ জন, পরিবারের অনেক সদস্যদের মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে সফল এরুপ বা যারা কোনো না কোনভাবে সাময়িক কাজ করছে তাদের উপর নির্ভরশীল এবং অনেকেই সাহায্য সামগ্রী বিক্রি করে চলেন। তারা এইসব কাজ করছেন যদিও তাদের স্থানীয় অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখার অনেক যোগ্যতা এবং মেধা রয়েছে।

লক্ষ ও প্রসার

উল্লেখিত প্রস্তাবের লক্ষসমূহ হল, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধিতে আর্থসামাজিক পুনরুদ্ধারে বাংলাদেশি এবং বাছাইকৃত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিয়ে যৌথভাবে কাজ করা।

এই লক্ষ অর্জন সম্ভব হবে একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যা বর্তমান স্থানীয় পণ্য, বাণিজ্য আর বাজারের চাহিদা অনুযায়ী নিম্নে উল্লেখ করা হল।

* আভ্যন্তরিন ও বাইরের, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মৎস্য শিল্প চিহ্নিত করন।

* দক্ষতার অভাব পুরনে আর চাকরির চাহিদা মেটাতে নকশা তৈরী করন।

* শামলাপুরের স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে এডহক ট্রেনিং এর ব্যবস্থা।

* দাতা উৎসসমুহ রিচ্যানেলিং, বিনিয়োগ ফান্ডকে উদ্বদ্ধ করে ক্ষুদ্র ঋণ আর ক্ষুদ্র বাণিজ্যের সৃষ্টি।

* যদি সম্ভব হয় তাহলে কর আওতাধীন ব্যবস্থার পরে শরণার্থীদের কর্মের উপর নিষেধাজ্ঞা দুরীকরন।

প্রস্তাবিত এই পাইলট প্রকল্প প্রায় ৫০০ বাংলাদেশি আর রোহিঙ্গাকে উপকৃত করতে যথেষ্ট পরিমাণ অনুদানের দাবী রাখে, এটি ২০১৬ সালে স্থাপিত জর্ডান কম্প্যাক্ট এর মত কাজ করবে যেটি সিরিয়ান শরণার্থীদের জন্যে আলাদা অর্থনৈতিক জোন করেছিল।

যাইহোক, যেহেতু শামলাপুরের এই প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনেক বেশি সহজ আর টেকসই, তাই এটিকে সারা পৃথিবীর শরণার্থীদের একটি মডেল প্রতিকি হিসেবে ধরা যেতে পারে।

এই প্রজেক্টের প্রথম উদ্দেশ্যই হবে, শামলাপুর এলাকার বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গাদের মাঝে একটি গভীর জরিপ চালানো, বিশেষকরে ব্যাবসায়ী,স্থানীয় কতৃপক্ষ, আর অন্যান্য বিনিয়োগকারীদের যাতে একটি কার্যকর বেসলাইন তথ্য,প্রসার আর সঠিক লক্ষ্য নির্ধারন করা যায় প্রস্তাবিত পাইলট প্রকল্পটির জন্যে।

প্রাথমিক গবেষনা কার্যক্রম

স্থানীয় কতৃপক্ষের আর সাক্ষাত দাতাদের যথাযথ সহযোগীতা পেতে জরিপ পরিচালনা করবে এক্সচেঞ্জ বিশেষজ্ঞরা, সাথে থাকবে তাদের সহযোগী সংঘটন MOAS যাদের কক্সবাজার জেলায় বিভিন্ন গবেষণা আর অপারেশনের অভিজ্ঞতা রয়েছে, তারা তাৎক্ষণিক টার্গেট উত্তরদাতাদের কাছ থেকে কাংক্ষিত লক্ষ অর্জন করতে পারবে।

অভিজ্ঞ এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত লোকবল দিয়ে, প্রশ্ন এবং আলোচনার মাধ্যমে নিম্নে উল্লেখিত লক্ষ অর্জিত হবে।

* শামলাপুরের বর্তমান স্থানীয় উৎপাদন আর বাজারের প্রগতি চিহ্নিত করন, যেমন, মৎস শিল্পের বাইরে সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক কার্যক্রম কি আছে তা, বিভিন্ন উদ্যোগতা আর বর্তমান বানিজ্যের চ্যানেল আর গ্রাহক, বিদ্যমান বাজার নিয়ন্ত্রন আর আর সংস্করন, নতুন বাজার সৃষ্টির সাথে উৎপাদন বৃদ্ধি, বাংলাদেশে আর আন্তর্জাতিক ভাবে উদ্যোগ নেওয়া, বৈদিশক কোম্পানি কতৃক কক্সবাজার জেলায় উৎপাদনের কর্ম সৃষ্টি করা সম্ভাব্য কর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, এবং বর্তমান অর্থনীতিকে বৈচিত্র্যময় করে তোলা ও নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি করা।

* শামলাপুরের মৎস শিল্পের বাইরে কাজের চাহিদা অনুযায়ী কোন দক্ষতার কমতি থাকলে তা চিহ্নিতকরণ।

* রোহিঙ্গা শরণার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, কারিগরি শিক্ষার প্রশিক্ষণ, পুর্ব কাজের অভিজ্ঞতার উপর জরিপ চালানো।

* নতুন প্রতিভার প্রতিস্থা করা যাতে বাছাইকৃত রোহিঙ্গা উন্নত প্রশিক্ষনের মাধ্যমে বিশেষ অর্থনৈতিক কার্যক্রম সফলভাবে চালাতে পারে।

* কোন আইনগত রিভিশন থাকলে তার আলোকপাত করা যাতে বাছাইকৃত রোহিঙ্গা জনসমষ্টি শ্রম, বিনিয়োগ আর বাণিজ্যে সুযোগ পায়।

* বর্তমান কাজের ও বানিজ্যের অবস্থান চিহ্নিতকরণ এবং নতুন বাণিজ্যিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন যাতে ভবিষ্যৎ বাছাইকৃত রোহিঙ্গা সুযোগ পায়।

এক্সচেঞ্জ এর চুলচেরা জরিপ থেকে পাওয়া ফলাফলের উপর ভিত্তি করে স্থানীয় কতৃপক্ষ আর স্টেকহোল্ডারদের সাথে (কক্সবাজারে কার্যরত আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় সংস্থা) একটি গবেষণামুলক আলোচনা করা হবে।

পরবর্তীতে একটি বাস্তবসম্মত রিপোর্ট প্রস্তুত করা হবে যেখানে পাইলট প্রকল্পটির জন্যে কার্যকরসম্পন ধারাবাহিক সুপারিশ পেশ করা হবে।

পরবর্তিতে এই রিপোর্ট বিভিন্ন সংস্থা, দাতা সংস্থা (ECHO, Europe Aid, World Bank, Asian development Bank, দ্বিপক্ষীয় দাতা সহ) বাংলাদেশ আর আন্তর্জাতিক প্রাইভেট ফাউন্ডেশন, ক্ষুদে ঋন সংস্থার সাথে শেয়ার করা হবে, এই উদ্দেশ্যে যে যাতে পাইলট প্রকল্পটি শুরু করতে কারিগরি আর আর্থিক সহযোগীতা পাওয়া যায়।

Project co-initiators:

Solon Ardittis: sardittis@eurasylum.org

Christopher Catrambone: cpcatrambone@moas.eu

Xchange:www.xchange.org

Maria Jones: mjones@xchange.org

MOAS:www.moas.eu

Christina Lejman: clejman@moas.eu

Eurasylum:www.eurasylum.org

Solon Ardittis: sardittis@eurasylum.org

23 March 2018